একটি উদ্ধার কাহিনী

লিখেছেন **মোঃ আশরাফ উদ্দিন**
প্রধান প্রকৌশলী
ইউনিভান শিপ ম্যানেজমেন্ট লিঃ, হংকং

ভারত মহাসাগর। সুবিশাল আর উত্তাল এ মহাসমুদ্র। ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০০৪ । Mv Msc Maria নামের কন্টেইনার জাহাজ বহির্মুখী সমুদ্র যাত্রায় মরিশাসের পোর্ট লুইস থেকে অস্ট্রেলিয়ার ফ্রিমেন্টালে যাচ্ছিলো। বারো দিনের এ যাত্রার মাত্র পাঁচ দিন অতিবাহিত হয়েছে। জাহাজটি ভারত মহাসাগরের প্রায় মাঝখানে। হঠাৎ e-mail-এ একটি বার্তা এলো:

'Rcc (Rescue Coordination Centre) Australia- 406 MHz ডিস্ট্রাস বিকন থেকে একটি বিপদ সংকেত গ্রহণ করেছে। ব্রিটিশ রেজিস্টার্ড ইয়ট (ছোটখাটো পালের জাহাজ) Latitude- এ বিপদ সংকেত পাঠিয়েছে। দশ মিটার লম্বা ইয়টটিতে দু'জন নাবিক রয়েছে। ঝড়ো আবহাওয়ায় পড়ে স্ট্রাকচারাল ক্ষতি হয়েছে যার ফলে ইয়টটির ভেতর ধীরে ধীরে পানি প্রবেশ করছে। উত্তাল ঢেউ ইয়টটির রাডার কেড়ে নিয়েছে। একজন নাবিক মেরুদণ্ডে আঘাত পেয়েছে। Msc Maria দেড়শত মাইল দূরে থাকলেও ইয়টটির সবচাইতে নিকটবর্তী। অতএব দয়া করে আপনারা ১৪ ডিগ্রি ৩৬ মিনিট দক্ষিণ ০৮১ ডিগ্রি ৫৮ মিনিট পূর্ব পজিশনে অবস্থিত ইয়টের দিকে অগ্রসর হয়ে তাদের উদ্ধার করুন।'

বিপদ সংকেতটি পেয়ে জাহাজের পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন নাভিদ আনোয়ার আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। আমি জাহাজের বাংলাদেশী প্রধান প্রকৌশলী। এ ধরনের কোনো বিপদ-সংকেত পেলে আইন অনুযায়ী কোনো জাহাজ উদ্ধারকাজে যোগদান করতে বাধ্য। আমরা ইয়ট Latitude-এর দিকে অগ্রসর হলাম।

পরদিন সকাল ৯টায় আমরা পজিশনে এলাম। ইয়টটি এখনো দৃষ্টিসীমার মধ্যে আসছে না। এদিকে ঝড়ো আবহাওয়া শান্ত হলেও সমুদ্রে ঢেউ রয়েছে যথেষ্ট VHF (এক ধরনের বেতার যন্ত্র)-এর সাহায্যে ইয়টটির সঙ্গে যোগাযোগ হলো। তারা আমাদের জাহাজ দেখতে পাচ্ছে। তাদের তথ্য অনুযায়ী আমরা তাদের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য ম্যানুভরিং শুরু করলাম।

ক্যাপ্টেন নাভিদ আনোয়ার প্রশান্ত মহাসাগরীয় অনেকগুলো দ্বীপে Self Piloting করেছেন। এ ম্যানুভরিং-এ তিনি সে অভিজ্ঞতা কাজে লাগালেন। আমি জাহাজের কন্ট্রোল রুমে দায়িত্ব নিলাম।

ক্ষণিক পরে ইয়টটি দেখা গেল। কিন্তু বারবার ঢেউয়ের মাঝে হারিয়ে যাচ্ছিলো। ইতিমধ্যে আমেরিকান কোস্টগার্ডের একটি বিমান 'ওয়েভ রাইডার' আমাদের জাহাজ এবং ইয়টটির ওপর আকাশে প্রদক্ষিণ করতে শুরু করল। বিমানটি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানালো, 'অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আপনাদের কোনো সাহায্য করতে পারছি না। তবে আকাশ থেকে আমরা উদ্ধার তৎপরতা পর্যবেক্ষণ করব।

আমরা ইয়টের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। প্রায় কাছেই চলে এসেছি। কিন্তু বড় একটি ঢেউ আমাদের জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ইয়টের ওপর প্রতিফলিত হলো। মুহূর্তেই ইয়টটি প্রায় বিশ মিটার দূরে সরে গেল। বাতাসের তীব্রতা ইয়টটিকে ধীরে ধীরে প্রায় দেড়শত মিটার দূরে সরিয়ে দিল।

এবার আমরা অন্য প্রান্ত দিয়ে ইয়টের দিকে অগ্রসর হলাম। অত্যন্ত সতর্কতার প্রয়োজন রয়েছে এ মুহূর্তে। কেননা ঢেউয়ের তালে ইয়টটি জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা খেলে ভেঙে চুরমার হতে পারে এবং দুই নাবিকের

D×v‡ii ci K¨v‡Þ‡bi mv‡_ Kig`biZ `B weUk bvwiK

আমরা ইয়টের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। প্রায় কাছেই চলে এসেছি। কিন্তু বড় একটি ঢেউ আমাদের জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ইয়টের ওপর প্রতিফলিত হলো। মুহূর্তেই ইয়টটি প্রায় বিশ মিটার দূরে সরে গেল। বাতাসের তীব্রতা ইয়টটিকে ধীরে ধীরে প্রায় দেড়শত মিটার দূরে সরিয়ে দিল

wec`M¯ RvnvR t_‡K t`Lv hv‡”Q D×viKvix RvnvR‡K

জীবনও বিপন্ন হতে পারে। ইয়টটিকে বলা হলো, তাদের একটি পাল তুলে বাতাসের ধাক্কাকে এমনভাবে ব্যবহার করতে যেন তারা আমাদের জাহাজের দিকে অগ্রসর হয়। তারা তেমনটি করল। এদিকে আমাদের জাহাজ এমনভাবে অগ্রসর হলো যাতে সমুদ্রের ঢেউ জাহাজের এক পাশে আঘাত করে এবং অন্যপাশের ইয়টের দিকে সমুদ্র অপেক্ষাকৃত শান্ত থাকে। এবারে আমরা সফল হলাম। ইয়টটি ধীরে ধীরে জাহাজের পাশে এলো।

D×viKZ `B ewUk bWMvi‡Ki mv‡_ Msc Maria cwievi

জাহাজ থেকে এবার রশি দিয়ে তৈরি ঝুলন্ত মই নামিয়ে দেয়া হলো। দুজন নাবিক লাইফ জ্যাকেট পরে একে একে আমাদের জাহাজে উঠে এলো। ওরা Epirb (এক ধরনের বিপদ সংকেত পাঠানোর যন্ত্র) সঙ্গে নিয়ে ব্রিজে এসে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে ধন্যবাদ বলে হাত মিলালো। Epirb সুইচ অফ করে দেয়া হলো। ক্যাপ্টেন নাভিদ আনোয়ার আমাকে ইঞ্জিনের ত্বরিত মুভমেন্টের জন্য ধন্যবাদ জানালেন এবং জাহাজের সব অফিসার ও ক্রুদের অভিনন্দন জানালেন। আমি নিজেও ক্যাপ্টেনকে অভিনন্দন জানালাম।

আমেরিকান কোস্টগার্ডের বিমানটি আমাদের ধন্যবাদ দিয়ে অদৃশ্য হলো। ইয়টটি সমুদ্রে পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়ে গেল।

জাহাজ থেকে ই-মেইলে 'উদ্ধারকাজ সফল হয়েছে' এ মর্মে Rcc-Australia-কে জানিয়ে দেয়া হলো। একই সংবাদ কোম্পানি অফিস হংকং এবং সুইজারল্যান্ডে ও জানানো হল। জন রবার্ট এন্ড্রু - ওয়াটফোর্ডে জন্মগ্রহণকারী অবসরপ্রাপ্ত ব্রিটিশ পুলিশ অফিসার এবং ডুয়েট টেরেন্স জর্জ- সাউথপোর্টে জন্মগ্রহণকারী ব্রিটিশ সরকারি সংস্থার কর্মকর্তা।

এ দু'জন প্লেজার ট্রিপে অস্ট্রেলিয়া থেকে ইংল্যান্ড যাচ্ছিলেন। পরদিন আমাদের উদ্ধারকাজ অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ডে পত্রিকার শিরোনাম হলো।

পরবর্তী সাত দিনে আমরা অস্ট্রেলিয়ার ফ্রিমেন্টালে পৌঁছলাম। সেখানকার ব্রিটিশ হাইকমিশনের এক কর্মকর্তা এলেন। আমাদের ধন্যবাদ জানিয়ে উদ্ধারকৃত দু'জনকে নিয়ে উঠলেন তার গাড়িতে।

বিজ্ঞান আর তথ্যপ্রযুক্তির এ যুগে সমুদ্র আর বিপজ্জনক কিছুই নয়। পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের কোনো সমুদ্রে কেউ বিপদে পড়লে জীবন রক্ষার জন্য রয়েছে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি যা শক্তিশালী স্যাটেলাইট নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কাজ করে উদ্ধারকাজকে ত্বরান্বিত করে।

দেশে ফিরে আসার পর একদিন টেলিভিশনে খবর পেলাম ভূ-মধ্যসাগারে স্পেনে যাওয়ার পথে পথ হারিয়ে খাদ্যাভাবে মারা গেছে বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন। দালাল চক্রের খপ্পরে পড়ে তারা যে নৌযানে সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছিলেন তা কি জীবনরক্ষাকারী যন্ত্রপাতি- সমৃদ্ধ ছিলো? নিশ্চয়ই না। একটি ছোট্ট Epirb বা Sart রক্ষা করতে পারতো এসব অমূল্য প্রাণকে। অযাচিত এসব জীবননাশ বন্ধ হতে পারে আইনের সঠিক প্রয়োগে।